অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

২০০৫ সালের আনন্দমেলায়

শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এরকম একটি খোলামেলা জায়গায় কোনো পড়ার ব্যবস্থা আছে দেখলেই আমার নিজের শেখার জায়গাটাকে মনে পড়ে। আমি শান্তিনিকেতনে যখন এসেছি, আমি পাঠভবনে ভর্তি হতে পারিনি, কিন্তু কলাভবনে যখন ভর্তি হয়েছিলাম, সেটা আমার প্রথম বর্ষ। সেই ছোটোই তখন আমি। আমার নিজের জীবনের অনেকটা সময় ধরে ছোটো ছেলেদের সঙ্গে, লেখাপড়ার সঙ্গে, ছবি আঁকার সঙ্গে যুক্ত ছিলুম। আসলে কলকাতার কাছাকাছি, কলকাতার বুকে এরকম একটা খোলামেলা গাছের ছায়ায় লেখাপড়ার সুযোগ তো খুব কম এসেছে মানুষের। দ্বিতীয়তঃ কলকাতার স্কুলে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন শিশু মায়ের হাতছাড়া হয়ে যে বারান্দায় ঢোকে, সে বারান্দা দিয়েই মায়ের হাত ধরে ফিরে আসে। নিজেদের আলাদা দৌড়াদৌড়ি করা, ঘোরাফেরা বা আলাদা নিজস্ব একটা যে বোধ – সেটা কাজ করে না। কলকাতার খুব কম ছেলেমেয়েদের গাছ বন্ধু হয়, ফুল দেখতে পায়, নীলাকাশ দেখতে পওয়া প্রায় নেই। এইখানকার ছেলেদের হলুদ কাপড়, সবুজ গাছ, মাটির ছোঁওয়া – এগুলো বড় পাওয়া। আজকে ওরা বুঝতে পারবে না কিন্তু একটা সময় নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

তাহলে বলতেই পারেন এই প্রতিষ্ঠানে আমি কী পেলুম, বা আপনারা যাদের হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এলেন তারা কী পেলো? কী পাবে? একটা কথা তো স্বীকার করে নিতেই হবে আমরা মা বাবারা (আমি আমাকে বাদ দিচ্ছি না) সব সময়েই একটা ফলাফলের দিকে মুখ চেয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং সেই ফলাফলটা আমার মনোমতো না হলে চলবেই না প্রায়।

আমি সবসময়েই বলি আর একটা কথা, যে আমরা ছেলেবেলায় পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্যের বিষয় পড়েছিলুম তার মধ্যে তাজমহল ছিল, চিনের প্রাচীর ছিল। আমি জানেন নিজে নিজে আটটা করেছি পৃথিবীর আশ্চর্য। তা সেই শেষ আটের আশ্চর্য কোনটা? যখন মা তার সন্তানকে সামনে রেখে 'বোকা', 'গাধা', 'গবেট' বলেন। নিজের সন্তানকেই 'বোকা' বলছেন নিজের সন্তানকেই 'গবেট' বলছেন সারাক্ষণ। আমরা ভুলেই গেছি ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পর 'কেমন আছে' জিজ্ঞাসা করতে। রেজাল্টের কাগজটা আগে টেনে নিই। এরকম একটা গল্পকথা আছে যে বাবা ঢুকে ছেলেকে খুব বকছেন – তুমি অঙ্কে শূন্য পেলে, তুমি এরকম করলে — 'ছেলেটি চুপ চাপ আছে, এটা তার কিনা তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না, তারপর অনেকক্ষণ বাদে তার মনে পড়াতে, সে বাবাকে বললো যে, 'ওটা তোমার ছেলেবেলার রেজাল্ট।

তা আমার এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে মায়েদের ছেলেকে ছেলের মতো আগে দেখতে হবে তারপর পড়াশোনা হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। বাবাদের আগে নিজের ছেলেকে ছেলের মতো ভালোবাসতে হবে তারপর পড়াশোনা কতটুকু আছে দেখতে হবে। একটা ছেলেকে কিছু নেই বলা সোজা, কিছু আছে বোঝানোটাই হচ্ছে শিক্ষা। আমরা প্রথম থেকেই তো একটা ছেলেকে 'কিছু না' বলে আরম্ভ করি। একটা সত্য ঘটনা বলি, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বলেই বলি – একটা বয়স পর্যন্ত এদের মনে কোনো মালিন্য থাকে না। বয়স যখন একটু হতে থাকে তখন আমরা অভিভাবকরাই মনে এটা ঢুকিয়ে দিই। কী রকম করে ঢোকাই শুনে হয়তো আপনাদের আশ্চর্য মনে হতে পারে, আমার ক্লাসে ছবি আঁকতে এসেছে শিশুরা তা একজন পেনসিল আনেনি, বললাম, 'সুব্রত' তোমার তো দুটো পেনসিল আছে, দাও তো তপনকে একটা পেনসিল', বললে, 'মা দিতে বারণ করেছে'। এই স্কুলে পাঠানোর সত্যটা কিন্তু ঠিক হলো না, বরঞ্চ ঠিক হতো, যদি মা বলে দিতেন, 'যার পেনসিল নেই দ্বিতীয় পেনসিলটা তুমি তাকে দিও'। এক বাড়িতে গিয়েছিলুম, সে বাড়িতে মা ছেলেকে বকছেন সে অঙ্কে ১০০ তে ১০০ পায়নি। বকাটা এমন যেন ১০০ তে ১১০ পেলে ঠিক হতো। বললো পাশের বাড়ির বাবুদাদা সে ১০০ তে ১০০ পেলো আর তুমি ৯৮ পেলে? যেন সিঁড়ির অর্ধেকটা পেয়েছে, অর্ধেকটা পায়নি। তা ওই বাবুয়া ছেলেটি হঠাৎ আমার সামনে মাকে বললো যে কেন বাবুদাদা তো ক্লাসে চুরি করে। মা বললেন কী জানেন – চুরি করলে কী হবে? ক্লাসে ফার্স্ট হয় তো – কোনটাকে শিক্ষা বলবো? নম্বর পেয়ে প্রথম হলো না; না চারিত্রিক গঠন করতে পারলো না সেটা? এক এক সময় নিজে বসে মনে হয়, আমাদের মতো মা বাবারা যে আচরণ করছি তাতে কী আমার মা বাবা ঠিক মতো শিক্ষা দিয়ে উঠতে পারেননি, যার জন্য মানুষ হতে পারছি না। আমার বাবা কোনোদিন রেজাল্টের কাগজ চান নি, তখন রেজাল্টের কাগজ ছিল না। আমাকে কোনোদিন শুনতে হয়নি মা অসুস্থ হলে বাবা বলছেন, 'আমি দেখে নেব, তুমি তোমার সাপ্তাহিক অঙ্ক পরীক্ষাটা দিয়ে এসো'। মাকে দেখা, ঘরের কাজ করা – এটা যে শিক্ষা সেটা যে কবে ওরা বুঝবে। ব্যাগ মা বইবেন, জুতো মা ঠিক করে রাখবেন, বাসে মা উঠিয়ে দেবেন, বাস থেকে নামিয়ে নেবেন – সমস্ত কাজ মা করবেন আর তুমি একটু ভালো ফল করতে পারবে না এ কী হয় কখনো?

আমরা যে ভাবে এখন ছেলেমেয়েদের মানুষ করছি সংসারের মতন করে করছি না। আমাদের স্বপ্নে সত্যের ধারণা গেছে পাল্টে। আমি বলি আবার সেটাকে ঘষে মেজে নিয়ে করতে হবে, আমার বাবাও তো কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেননি যে তুমি কী পেয়েছো, কী পাওনি? কোনেদিন নয়।

একদিন সরস্বতী পূজার সময় একটি মূর্তিতে ফুল দিচ্ছিলাম, আমার বাবা বসেছিলেন বললেন, তুমি এটা কী করছো? আমি বললাম, 'ঠাকুরের পায়ে ফুল দিচ্ছি', উনি বললেন, 'একে প্রতিমা বলে

জানো তো? আর দূরে বারান্দায় বসে রাঁধছেন – উনি জ্যান্ত প্রতিমা – তোমার মা'। একজন পিতা তার সন্তানকে তার মায়ের সম্বন্ধে পরিচিতি ঘটিয়ে দিচ্ছেন – কোন শিক্ষাটা বড় করে দেখবো? আলোটাই জ্বালাতে হবে জানেন, মা বাবার একটাই কাজ – বুকের ভিতরে যে প্রদীপ, সলতে, তেল ঠিক আছে, সেটাতে একটু আগুন ধরিয়ে দেওয়া। একটা বাল্ব একটা বাল্বকে জ্বালাতে পারে না কিন্তু একটা প্রদীপ আর একটা প্রদীপকে জ্বালাতে পারে। আপনাদের প্রদীপ দিয়েই সন্তানের প্রদীপটি জ্বালাবেন। একটি সন্তানকে ঘিরে কত আপনাদের প্রত্যাশা, সে ঠিকমতো মানুষ হবে তো, উপায় করবে তো? এমন কী কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যেখানে ঢুকিয়ে দিলে একেবারে যেমন চাইছি তেমনটি হয়ে বেরোবে!

এখানে এসে একটা কথা মনে হয়েছে, স্কুলের থেকে উপযুক্ত রেজাল্ট করতে পারছে না এই অনুযোগ যেন না করা হয়। এই যে একটা অসম্ভব রকমের দৌড় চলছে। শিশুদের বলছি না আমাদের বলছি। আমরা প্রতি জায়গায় প্রতিযোগিতায় তাদের ঠেলে দিই আর নিত্যদিন খাটো করে দেখি। ছবি আঁকার, কবিতা বলার, কোনো প্রতিযোগিতা চলে না; আমি একটা জায়গায় পুরস্কার দিতে গিয়েছিলাম তারপর থেকে আমি বন্ধ করেছি এই জিনিস। আমি যখন মঞ্চ থেকে নামছি তখন একটা ছোট্টো ছেলে আমার পাঞ্জাবির একটা কোণা ধরে টান দিয়ে বলছে, তুমি তো আমায় কিছু দিলে না, আমিও তো ছবি এঁকেছি। তার কী দোষ জিজ্ঞাসা করাতে? আমরা বড়রা ওদের নিয়ে খেললে, ওদের কী দোষ বলুন? প্রতিযোগিতা বড়দের জন্য, ছোটোদের জন্য নয়। এদিকে আমি বলছি ছোট ঘটিতে বেশি দুধ দিও না উপচে পড়বে, কিন্তু ছোটো ছেলের কাছে চাইছি সে সবেতে ১০০-য় ১০০ পাক। উপচে পড়া দেখতে চাইছি।

একটা স্কুলে আপনারা প্রাণের সবচেয়ে আদরের জিনিসটিকে এনে দিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটা আদর্শ আছে, সেই আদর্শকে মেনে দেওয়া হয়েছে, অনেক সময় অনেক কিছু অভিযোগ থাকে, সে অভিযোগের বলার দিক থাকে। সেই ভেবে যদি এই প্রতিষ্ঠানটাকে সবাই মিলে এক করে নিতে পারি তবে দেখবেন সবটাই সুন্দর দেখতে লাগে।